পরিবেশ নীতি ১৯৯২
ও
বাস্তবায়ন কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারেও যে করণীয় আছে সে প্রশ্নে আজ কারো দ্বিমত নেই বললেই চলে। জাতীয় পর্যায়ে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি নীতিমালার প্রয়োজন দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশ নীতি সেই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

বস্তুতঃ কেবল নীতিমালাই নয়, সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম ও কর্মসূচীতে যাতে উক্ত নীতিমালার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে এবং প্রত্যেকে তাদের করণীয় সম্পর্কে একটি রূপরেখা পান ও সে সম্পর্কে সজাগ থাকেন তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিবেশ নীতি এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং আমি এই সুযোগে যারা এ ব্যাপারে সাহায্য/সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উন্নয়ন এবং পরিবেশ অংগাংগীভাবে জড়িত। ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ প্রয়াসে একটি আপাতঃ এবং সাময়িক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হলেও টেকসই উন্নয়নের প্রত্যয় আমাদের এই ধারনা যোগায় যে, বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে এবং মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পরিবেশ সংরক্ষণের বিকল্প নেই। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান সরকার অনুমোদিত পরিবেশ নীতি ১৯৯২ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম একটি উল্লেখ্যযোগ্য পদক্ষেপ। এই নীতির দ্রুত ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও উদ্যোগ কামনা করছি।

আবদুল্লাহ্-আল-নোমান
পরিবেশ ও বন মন্ত্রী।

DOWNLOADED FROM
Poribesh.com

পরিবেশ নীতি ১৯৯২

১। প্রস্তাবনা ও প্রেক্ষিত ঃ

প্রকৃতি এবং পরিবেশের উপর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অস্তিত্ব ও উন্নতি নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমাবনতি সকল প্রকার প্রাণের অস্তিত্ব এবং মানব সভ্যতার উন্নয়নে একটি মারাত্মক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

বাংলাদেশে পরিবেশের উপর বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দেশে উপর্যুপরী বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার প্রাথমিক লক্ষণাদি, নদ-নদীতে লবণাক্ততার বিস্তার, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চলের দ্রুত হ্রাস, জলবায়ু ও আবহাওয়ার অস্থিরতাসহ অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা বিদ্যমান। এই প্রেক্ষিতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যকলাপ সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তর গঠন এবং দেশের প্রধান প্রধান পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয় সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকেও সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যাদি যেমন জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, দারিদ্র, নিরক্ষরতা, অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, গণসচেতনতার অভাব ইত্যাদি দুরূহ প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দেখা দিয়াছে বিধায় পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঙ্গে এই গুলিকেও সামগ্রিক এবং সমন্বিতভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতিমালার আওতায় প্রাসংগিক সমস্যাদির সমাধান ও এই বিষয়ে সরকারের অঙ্গীকারের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব।

পরিবেশের প্রশ্নে বাংলাদেশ সরকার মনে করে যে ঃ-

১.১ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয়ের সহিত বাংলাদেশের প্রকৃতি, পরিবেশ ও সম্পদের ভিত্তি সরাসরিভাবে সম্পর্কিত বিধায় এই বিষয়ে সমন্বিত সতর্কতা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

১.২ বাংলাদেশের অবস্থান, পরিবেশের অবক্ষয় ও ক্রমাবনতি এবং সম্পদ ব্যবহারে লাগসই প্রযুক্তি, টেকসই পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার অভাব একটি সমন্বিত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক পরিবেশ নীতি গ্রহণের বিষয়টিকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে।

১.৩ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই ইহা নিশ্চিত করা যায়।

১.৪ দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যাদির তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানকল্পে এই বিষয়টিকে দেশের সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার অবিভাজ্য অংশ হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১.৫ দেশের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ তথা বিশ্বব্যাপী পরিবেশ উন্নয়ন ও সম্পদের পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব ও আবশ্যক।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

২। উদ্দেশ্য ঃ

পরিবেশ নীতির উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

২.১ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন।

২.২ দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে রক্ষা।

২.৩ সকল প্রকার দুষণ ও অবক্ষয়মুলক কর্মকান্ড সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ।

২.৪ সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ সম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

২.৫ সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।

২.৬ পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সহিত যথাসম্ভব সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা।

৩। নীতিমালা ঃ

পরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম দেশের সকল অঞ্চল এবং উন্নয়ন সেক্টরে বিস্তৃত। তাই পরিবেশ নীতির সার্বিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এই নীতিমালা ১৫টি খাতে নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ

৩.১ কৃষি ঃ

৩.১.১ কৃষি উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তি পরিবেশ সম্মতকরণ।

৩.১.২ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সকল কৃষি সম্পদের ভিত্তি সংরক্ষণ এবং উহাদের পরিবেশ সম্মত ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান।

৩.১.৩ কৃষি ক্ষেত্রে যে সকল রাসায়নিক ও কৃত্রিম উপকরণ ও উপাদান ভূমির উর্বরতা ও জৈবগুণ বিনষ্ট করাসহ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিয়া থাকে উহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং উক্ত উপকরণসমূহ ব্যবহারকালে কৃষি শ্রমিকের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান করা। সেই সাথে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সার ও কীট নাশকের ব্যবহার উৎসাহিত করণ।

৩.১.৪ কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্পদের টেকসই ব্যবহারের লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ সম্মত উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

৩.১.৫ পরিবেশসম্মত প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.২ শিল্প ঃ

৩.২.১ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশ দুষণের ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

৩.২.২ সরকারী ও বেসরকারী সকল ক্ষেত্রে নুতন শিল্প স্থাপনের পূর্বে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপনের (ইআইএ)ব্যবস্থা করণ।

৩.২.৩ পরিবেশ দুষণ করে এমন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন নিষিদ্ধকরণ, স্থাপিত শিল্পসমূহ পর্যায়ক্রমে বন্ধকরণ এবং এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের পরিবেশসম্মত বিকল্প পণ্য উদ্ভাবন/প্রচলনের মাধ্যমে ঐ সকল পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণ।

৩.২.৪ শিল্প ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ এবং অনুরূপ কার্যক্রমকে শ্রমের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার ও ন্যায়সংগত মূল্য প্রদানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ।

৩.২.৫ শিল্পে কাঁচামালের অপচয়রোধ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৩ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধান ঃ

৩.৩.১ দেশের সকল ক্ষেত্রে ও সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকারক কর্মকান্ড প্রতিরোধকরণ।

৩.৩.২ দেশের স্বাস্থ্যনীতিতে পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা সম্পৃক্তকরণ।

৩.৩.৩ স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবেশ বিষয়ক কারিকুলাম অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩.৩.৪ শহর ও পল্লী এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ গড়িয়া তোলা।

৩.৩.৫ শ্রমিকদের কর্মস্থল স্বাস্থ্য সম্মত রাখার ব্যবস্থাকরণ।

৩.৪ জ্বালানী ঃ

৩.৪.১ যে সকল জ্বালানী পরিবেশ দুষণ করে সেইগুলির ব্যবহার হ্রাস ও নিরুৎসাহিতকরণ এবং পরিবেশ সম্মত কম ক্ষতিকারক জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.৪.২ জ্বালানী হিসাবে কাঠ, কৃষি বর্জ্য ইত্যাদির ব্যবহার হ্রাস ও বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

৩.৪.৩ আণবিক শক্তির ব্যবহারে বিরূপ পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ সতর্কতা গ্রহণ এবং সকল প্রকার আণবিক দুষণ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.৪.৪ জ্বালানী সাশ্রয়ের জন্য উন্নত ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ব্যবহার ও উহার দ্রুত সম্প্রসারণ।

৩.৪.৫ দেশের মওজুদ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী সংরক্ষণ।

৩.৪.৬ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ আহরণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থা করণ।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

৩.৫ পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ঃ

৩.৫.১ দেশের সকল পানি সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.২ পানি সম্পদ উন্নয়নকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাদি ও সেচ নেটওয়ার্ক যাহাতে পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ।

৩.৫.৩ বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বাঁধ নির্মাণ, নদী ও খাল খনন প্রভৃতি গৃহীত ব্যবস্থাদি যাহাতে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবেশসম্মত হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান।

৩.৫.৪ পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দুরীকরণ।

৩.৫.৫ দেশের হাওর, বাওর, বিল, ঝিল, নদী প্রভৃতি সকল জলাশয় ও পানি সম্পদকে দুষণমুক্ত রাখা।

৩.৫.৬ ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানভিত্তিক টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী ও পরিবেশ সম্মতকরণ।

৩.৫.৭ সকল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ব্যবস্থাকরণ।

৩.৬ ভূমি ঃ

৩.৬.১ ভারসাম্যমূলক পরিবেশসম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

৩.৬.২ ভূমিক্ষয় রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, ভূমি পুনরুদ্ধার ও নতুন জাগিয়া উঠা ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

৩.৬.৩ দেশের বিভিন্ন ইকো-সিস্টেমের (Eco-system) সহিত সংগতিপূর্ণ ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি প্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান।

৩.৬.৪ জমির লবণাক্ততা ও ক্ষারতার প্রভাব রোধকরণ।

৩.৭ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র ঃ

৩.৭.১ দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য ও আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বন ও বৃক্ষাদি সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।

৩.৭.২ সকল সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কর্মকান্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩.৭.৩ বন ভূমি ও বনজ সম্পদের সংকোচন ও ক্ষয়রোধ বন্ধকরণ।

৩.৭.৪ বনজ সম্পদের বিকল্প উদ্ভাবন ও উহার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।

৩.৭.৫ দেশের বন্য প্রাণী ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণা জোরদারকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে সহায়তা প্রদান।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

৩.৭.৬ দেশের জলাভূমি ও অতিথি পাখির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৩.৮ মৎস্য ও পশুসম্পদ ঃ

৩.৮.১ মৎস্য ও পশুসম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ।

৩.৮.২ মৎস্য সম্পদের উৎস হিসাবে চিহ্নিত জলাভূমিগুলির সংকোচন প্রতিরোধ এবং সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান।

৩.৮.৩ মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহ যাহাতে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ও অন্যান্য ইকো-সিস্টেমের প্রতি কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ।

৩.৮.৪ মৎস্য সম্পদের ক্ষতিকারক পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের পুনঃমূল্যায়ন এবং পরিবেশ উন্নয়ন পূর্বক মাছ চাষের বিকল্প ব্যবস্থাকরণ।

৩.৯ খাদ্য ঃ

৩.৯.১ খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বন্টন পদ্ধতি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্মতভাবে নিস্পন্ন হওয়া নিশ্চিতকরণ।

৩.৯.২ বিনষ্ট খাদ্যদ্রব্য পরিবেশ সম্মতভাবে নিস্পত্তিকরণ।

৩.৯.৩ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য আমদানী নিষিদ্ধকরণ।

৩.১০ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ ঃ

৩.১০.১ দেশের উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ইকো-সিস্টেম (Eco-system) এবং সম্পদের পরিবেশ সম্মত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৩.১০.২ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকায় সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দূষণমূলক কর্মকান্ড প্রতিরোধকরণ।

৩.১০.৩ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় গবেষণা জোরদারকরণ।

৩.১০.৪ উপকূল ও সামুদ্রিক অঞ্চলে ধৃত মাছের পরিমাণ সর্বোচ্চ সহনশীল সীমায় রাখা।

৩.১১ যোগাযোগ ও পরিবহন ঃ

৩.১১.১ স্থলপথ, রেল, বিমান ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ ব্যবস্থা যাহাতে কোনরূপ পরিবেশ দূষণ বা সম্পদের অবক্ষয়মূলক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তাহা নিশ্চিতকরণ এবং এই ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১১.২ সড়ক, রেল, বিমান ও নৌ-পথে চলাচলকারী যানবাহন এবং জনগণ যাহাতে পরিবেশ দূষণমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত না হয় তাহা নিশ্চিতকরণ এবং

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

অনুরূপ যানবাহন পরিচালনায় নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১১.৩ অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দর ও ডকইয়ার্ডসমূহ কর্তৃক পানি ও স্থানীয় পরিবেশ দুষণমূলক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ।

৩.১২ গৃহ ও নগরায়ন ঃ

৩.১২.১ গৃহায়ন ও নগরায়ন সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা এবং গবেষণায় পরিবেশগত চিন্তা সম্পৃক্তকরণ।

৩.১২.২ শহর ও গ্রামাঞ্চলে বর্তমান আবাসিক এলাকসমূহে পর্যায়ক্রমে পরিবেশ সম্মত সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ।

৩.১২.৩ স্থানীয় ও সার্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী গৃহায়ন ও নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ।

৩.১২.৪ নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনে জলাশয়ের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ।

৩.১৩ জনসংখ্যা ঃ

৩.১৩.১ জনশক্তির সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

৩.১৩.২ সরকারের জনসংখ্যা নীতি ও কার্যকলাপে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন-মূলক চিন্তা সম্পৃক্তকরণ।

৩.১৩.৩ উন্নয়নমূলক কাজে মহিলাদের ভূমিকা নিশ্চিতকরণ।

৩.১৩.৪ উন্নয়নমূলক কাজে বেকার জনশক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ।

৩.১৪ শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা ঃ

৩.১৪.১ শিক্ষার প্রসার ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগণকে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিরক্ষরতা দুরীকরণ এবং শিক্ষিতের হার দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.১৪.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সকল জাতীয় সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদী এবং পরিবেশ সম্মত ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৩.১৪.৩ প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা ও মাধ্যমে পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্যের ব্যাপক অন্তর্ভুক্তি ও প্রসার নিশ্চিতকরণ।

৩.১৪.৪ প্রাসংগিক সকল কাজে জনগণকে স্বতঃস্ফূর্ত ও সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

৩.১৪.৫ সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পরিবেশ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণ।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

৩.১৫ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা ঃ

৩.১৫.১ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির আওতায় পরিবেশ দুষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রনমুলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তকরণ।

৩.১৫.২ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সকল জাতীয় সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন উৎসাহিতকরণ।

৩.১৫.৩ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি (১৯৮৬) এর আওতায় গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে পরিবেশগত বিবেচনা একটি অপরিহার্য অংগ হিসাবে সংযোজন।

৩.১৫.৪ সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে তাহাদের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহের পরিবেশগত দিক বিবেচনার ব্যবস্থা রাখা।

৪। আইনগত কাঠামো ঃ

৪.১ পরিবেশ ও সম্পদ সংরক্ষণ এবং দুষণ ও অবক্ষয় নিয়ন্ত্রণের সহিত সম্পর্কিত সকল বর্তমান আইন সময়োপযোগী করিয়া সংশোধন।

৪.২ পরিবেশ দুষণ ও অবক্ষয়মুলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নুতন আইন প্রণয়ন।

৪.৩ প্রাসংগিক সকল আইনের বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ এবং এতদসম্পর্কে ব্যাপক গণ-সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

৪.৪ পরিবেশ সংক্রান্ত যে সকল আন্তর্জাতিক আইন/কনভেনশন/প্রটোকল বাংলাদেশ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য তাহা অনুমোদনকরণ এবং ঐ সকল আইন/কনভেনশন/ প্রটোকলের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের সংশোধন/পরিবর্তন সাধন।

৫। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

৫.১ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করিবে।

৫.২ এই নীতি বাস্তবায়নের কাজে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠন।

৫.৩ ভবিষ্যতে দেশের পরিবেশগত অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই নীতি যথাযথভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৪ পরিবেশ অধিদপ্তর সকল ই আই এ এর চূড়ান্ত পর্যালোচনা ও অনুমোদন প্রদান করিবে।

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্য্যক্রম

জাতীয় পরিবেশ নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং বিভিন্ন গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কার্য-পরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য্য। নিম্নে এতদসংক্রান্ত কার্য-পরিকল্পনা খাতওয়ারীভাবে সুপারিশ করা হইল ঃ

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	**কৃষি ঃ**	
১.১	কৃষিক্ষেত্রে ভূমির জৈবগুণ বৃদ্ধি উর্বরতা সংরক্ষণ ও টেকসই কৃষি পদ্ধতি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে একটি মাঠভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে এবং উহার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল গ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঘ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট ঙ। পাট গবেষণা ইনষ্টিটিউট চ। দেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট। ছ। মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনষ্টিটিউট জ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন।
১.২	রাসায়নিক বালাই ও কীট নাশকের (Chemical Insecticide and Pesticide) হইবে। যে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে সকল বালাইনাশক রাসায়নিক দ্রব্যের বিষাক্ততা পরিবেশে দীর্ঘকাল বিরাজমান থাকে এবং ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হয় (যেমন-ডিডিটি, ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন সমৃদ্ধ যৌগ) তাহাদের উৎপাদন, আমদানী ও ব্যবহার বাস্তব অবস্থা বিবেচনাপূর্বক ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণ করিয়া যত দ্রুত সম্ভব নিষিদ্ধ ঘোষণা করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে দ্রুত বিভাজনের ফলে কার্যকারিতা অচিরেই বিনষ্ট হয় এই ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করা যাইবে। প্রাকৃতিক বালাইনাশক ব্যবহারের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং সমন্বিত কীটনাশক ব্যবস্থাপনা চালু করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.৩	রাসায়নিক সার ব্যবহার যথাযথ ও নিয়ন্ত্রিতভাবে করিতে হইবে এবং জৈব সার ব্যবহারের উপর ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১.৪	বিদেশ হইতে যে কোন প্রকার বীজ, চারা ও গাছপালা আমদানীর ক্ষেত্রে যথার্থ কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর গ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঘ। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ঙ। প্লান্ট প্রটেকশন উইং চ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ছ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন
১.৫	কীট-পতংগ নাশের জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন ব্যাঙ, মাছ, গুইসাপ, সাপ, কচ্ছপ, বন্যপ্রাণী ইত্যাদির সংরক্ষণ, নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বন অধিদপ্তর গ। মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় ঘ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ঙ। জেলা প্রশাসকগণ চ। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
১.৬	এলাকা ভিত্তিক পরিবেশ উপযোগী এবং বর্ধিত জনসংখ্যা ও জাতীয় অর্থনীতির চাহিদা অনুযায়ী কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অত্যধিক চাপের সম্মুখীন কৃষি শষ্য ও কৃষি পণ্যের বিকল্প চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
১.৭	কৃত্রিম (সিনথেটিক) আঁশের ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে প্রাকৃতিক তন্তু যথা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে ।	ক। পাট মন্ত্রণালয় খ। শিল্প মন্ত্রণালয় গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়
২।	**শিল্প ঃ**	
২.১	পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক চিহ্নিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে যথাশীঘ্র সম্ভব পরিবেশ	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। শিল্প মন্ত্রণালয় গ। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	দুষণ নিয়ন্ত্রণমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ঘ। বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা ঙ। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা চ। বাংলাদেশ বন শিল্প সংস্থা ছ। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা জ। পাট মন্ত্রণালয় ঝ। বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ঞ। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ট। বিনিয়োগ বোর্ড ঠ। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ড। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ঢ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ণ। বস্ত্র পরিদপ্তর ত। স্থানীয় সরকার বিভাগ
২.২	প্রতিষ্ঠিত সকল দুষণ সম্ভাবনাময় শিল্পে পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণমুলক ব্যবস্থা অর্ন্তভূক্ত করিতে হইবে।	ক। শিল্প মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। পাট মন্ত্রণালয়
২.৩	সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে সকল নুতন শিল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপন (ই.আই.এ) এবং পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। পরিকল্পনা কমিশন গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঙ। বিনিয়োগ বোর্ড চ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৪	আবাসিক এলাকার মধ্যে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহ ক্রমান্বয়ে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরের প্রচেষ্টা নেওয়া হইবে এবং পরিকল্পিতভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে স্থান চিহ্নিত করিতে হইবে।	ক। শিল্প মন্ত্রণালয় খ। ভূমি মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। পূর্ত মন্ত্রণালয় ঙ। শহর উন্নয়ন সংস্থাসমুহ চ। জেলা প্রশাসকগন ছ। পৌর প্রতিষ্ঠানসমুহ

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
		জ। উপজিলা প্রশাসনসমূহ ঝ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঞ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৫	পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এবং জৈব-ক্ষয়িষ্ণু নয় এইরূপ পণ্য উৎপাদনকারী নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন অনুমোদন পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঘ। বিনিয়োগ বোর্ড
২.৬	যে কোন প্রকার ক্ষতিকারক ও বিষাক্ত বর্জ্যকে কাঁচামাল হিসাবে আমদানী বা ব্যবহার করিয়া কোন প্রকার শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। মুখ্য আমদানী রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তর ঙ। বিনিয়োগ বোর্ড চ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৭	শিল্প ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিকারক ভারী ধাতু (Heavy Metal) যথা মারকারি, ক্রোমিয়াম, লেড ইত্যাদি ব্যবহার নিরুৎসাহিত করিবার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহন করিতে হইবে।	ক। শিল্প মন্ত্রণালয় খ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। পরিবেশ অধিদপ্তর
২.৮	দুষণকারী শিল্প কারখানায় দুষণ পরিবীক্ষণ করিবার নিজ নিজ ব্যবস্থা থাকার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ অধিদপ্তর গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ঙ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় চ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.৯	শিল্পে "ওয়েষ্ট পারমিট/কনসেন্ট অর্ডার" পদ্ধতি চালু করিতে হইবে যাহাতে বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থার উন্নতি হয়।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ অধিদপ্তর গ। বিনিয়োগ বোর্ড ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। বস্ত্র পরিদপ্তর

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১০	শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের পুনঃ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্জ্য হ্রাসের বিষয়টি উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় খ। বিনিয়োগ বোর্ড গ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। বস্ত্র পরিদপ্তর
২.১১	শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। নিপসম খ। প্রধান কারখানা পরিদর্শকের দপ্তর গ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঘ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ঙ। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় চ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ছ। বস্ত্র পরিদপ্তর

৩। স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধান ঃ

৩.১	পল্লী ও শহর এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং কাঁচা ও ঝুলন্ত পায়খানার পরিবর্তে স্বল্প খরচের স্যানিটারী পদ্ধতির পায়খানা চালু করিতে হইবে।	ক। স্থানীয় সরকার বিভাগ খ। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর গ। পৌর প্রশাসনসমূহ
৩.২	দেশের নদী-নালা, খাল-বিলসহ যে কোন জলাশয়ে শিল্প পৌর, কৃষি ও অন্য প্রকার দুষিত/ক্ষতিকারক বর্জ্য নিক্ষেপের বিষয়টিকে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।	ক। পরিবেশ অধিদপ্তর খ। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৩.৩	শহরাঞ্চলে খোলাগাড়ীতে ও দিবাভাগে ডাষ্টবিন বা আবর্জনা স্তূপ হইতে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন ও স্তূপীকরণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।	ক। স্থানীয় সরকার বিভাগ খ। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ
৩.৪	এক্স-রে সহ সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ, পারমাণবিক পদার্থ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ, তেজস্ক্রিয় যন্ত্রপাতি, পারমাণবিক গবেষণা ও শক্তি চুল্লী প্রভৃতির ব্যবহার ও কার্যক্রমের ব্যবহারজনিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হইতে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষাকল্পে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় খ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ গ। পরমাণু শক্তি কমিশন ঘ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঙ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় চ। বস্ত্র পরিদপ্তর

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৩.৫	স্বাস্থ্য শিক্ষা পাঠক্রমে পরিবেশ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।	ক। খ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো
৪।	**জ্বালানী**		
৪.১	জ্বালানী সংরক্ষণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্যে উন্নতমানের চুলা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ। চ। ছ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ পরিবেশ অধিদপ্তর বি সি এস আই আর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বন অধিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
৪.২	গ্রামাঞ্চলে কয়লা, কেরোসিন, পেট্রোল প্রভৃতি জ্বালানীর ব্যবহার সম্প্রসারণ করিতে হইবে যাহাতে জ্বালানী কাঠ, কৃষি বর্জ্য, গোবর ইত্যাদি জ্বালানী সাশ্রয়পুর্বক কৃষিক্ষেত্রে জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করা যায়।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বন অধিদপ্তর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৪.৩	গ্রামাঞ্চলে বায়ো-গ্যাস, সৌরশক্তি, মিনি হাইড্রোইলেকট্রিক ইউনিট ও বায়ুকল স্থাপনের মাধ্যমে গ্রামীণ জ্বালানী সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বি সি এস আই আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ পরিবেশ অধিদপ্তর
৪.৪	ডিজেলে সালফারের পরিমাণ এবং পেট্রোলে সীসার পরিমাণ হ্রাস করাসহ বিভিন্ন প্রকার জ্বালানীতে দুষণ সৃষ্টকারী উপাদান হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বি ও জি এম সি বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
৪.৫	প্রচলিত জ্বালানীর বিকল্প উৎস আবিস্কারের জন্য গবেষণা জোরদার করিতে হইবে ।	ক। খ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বি সি এস আই আর
৪.৬	যে কোন প্রকার প্রাথমিক ও বাণিজ্যিক জ্বালানীর ব্যবহার ও রূপান্তর যাহাতে পরিবেশের ভারসাম্যের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তৎপ্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।	ক। খ।	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.৭	জ্বালানীর উৎস বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন, তৈল, গ্যাস, কয়লা, পিট ইত্যাদি আহরণ ও বিতরণ যাহাতে বায়ু, পানি, ভূমি, হাইড্রোলজিক্যাল ব্যালেন্স এবং ইকোসিস্টেমের উপর কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে সে উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
৪.৮	বাংলাদেশে পরিবেশসম্মত পেট্রোলিয়াম (সীসামুক্ত) ব্যবহারের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করিতে হইবে।	ক। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
৪.৯	যানবাহনের কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করিতে হইবে।	ক। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ খ। সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগ গ। বি, আর, টি, এ ঘ। পরিবেশ অধিদপ্তর ঙ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫। পানি উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ঃ		
৫.১	পানি সম্পদ উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরূপণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে পরিবেশগত সমীক্ষা (Environmental audit) পরিচালনা করিতে হইবে এবং ঐ সমীক্ষার ভিত্তিতে পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করিয়া তদনুযায়ী প্রকল্প সংশোধন ও পরিবেশগত অবনতি রোধ ও দুষণ বিমোচনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ঘ। এফ পি সি ও
৫.২	সকল প্রস্তাবিত ও নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনায় পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া (ই আই এ) নিরূপণের ব্যবস্থা অন্তভূর্ক্তকরণ এবং এতদসংক্রান্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া	ক। পরিকল্পনা কমিশন খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।	ঘ।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৫.৩	দেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্য যে কোন জলাশয়ে, গৃহ ও শিল্পজাত বা অন্য কোন প্রকার দুষিত বর্জ্য যাহাতে পরিশোধনের পূর্বে ফেলা না হয় তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ। চ। ছ।	শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ অধিদপ্তর বিনিয়োগ বোর্ড রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বস্ত্র পরিদপ্তর বাংলাদেশ রেশম বোর্ড
৫.৪	নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্যান্য সকল প্রকার জলাশয় খননের মাধ্যমে উহাদের নাব্যতা সৃষ্টি ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।
৫.৫	জাতীয় উদ্যোগের সহিত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পৃক্ত করিবার মাধ্যমে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের, মরু প্রবণতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি রোধের স্থায়ী ব্যবস্থা জোরদার করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর
৫.৬	বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড যেমন সেচ প্রকল্প, রাস্তাঘাট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের ফলে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং প্রাকৃতিক জলাশয়গুলির গতি ও স্রোত যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় ইত্যাদিসহ অন্যান্য পরিবেশগত দিকের প্রতি দৃষ্টিদানপূর্বক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়
৫.৭	দেশের যে সকল অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর গ্রহণযোগ্য সীমার নীচে নামিয়া গিয়াছে সেই সকল এলাকার পানিস্তর যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করিতে হইবে এবং বর্তমানে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানিস্তর যাহাতে আরও নীচে নামিয়া না যায় তাহা রোধ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ এফ পি সি ও

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৫.৮	পানিকে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করিতে হইবে এবং পানি সম্পদের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদেরকে জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিসাবে বিবেচনা করিবে।	ক। খ। গ। ঘ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় এফ পি সি ও এম পি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৫.৯	পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী যথাযথ অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স নিশ্চিত করিতে হইবে এবং পরিবেশের উপর এই সকল প্রকল্পের প্রভাব নিয়মিত মনিটর করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় পানি উন্নয়ন বোর্ড এফ পি সি ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা
৫.১০	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত সকল সংস্থার পরিবেশ কোষ গঠন করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় পানি উন্নয়ন বোর্ড এফ পি সি ও এম পি ও বি এ ডি সি
৫.১১	নদ-নদীর গতি পরিবর্তন, জলাভূমি ও জলাশয়ের অবস্থান ও আয়তন ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত জরীপ, মনিটরিং ও গবেষণা কাজ পরিচালনা করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সার্ভে অব বাংলাদেশ স্পারসো
৬। ভূমি ঃ			
৬.১	ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা এবং ভূমির উপযোগিতা শ্রেণী বিন্যাস (Land capability and land suitability classification) এর ভিত্তিতে ভূমির যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে কৃষি কার্য, বনায়ন, শিল্পায়ন, নগরায়ন, গৃহায়নমূলক সুবিধা ইত্যাদিতে ব্যবহার সংক্রান্ত তুলনামূলক ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক	ক। খ। গ। ঘ। ঙ। চ। ছ। জ।	ভূমি মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ পূর্ত মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর বস্ত্র পরিদপ্তর বাংলাদেশ রেশম বোর্ড

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	একটি পরিবেশ সম্মত জাতীয় ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	
৬.২	দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার রোধে বিশেষ ও সমন্বিত ভূমি সংরক্ষণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক। কৃষি মন্ত্রণালয় খ। বি এ ডি সি গ। ভূমি মন্ত্রণালয় ঘ। বন অধিদপ্তর
৬.৩	ভূমি ক্ষয়রোধ, উর্বরতা সংরক্ষণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। কৃষি মন্ত্রণালয় গ। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় ঘ। বন অধিদপ্তর
৬.৪	পাহাড়ী অঞ্চলে মাটি কাটিয়া সমান করা, মাটি খোদাই ও অপসারন করিয়া কোন এলাকার ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা (Landscape) বিনষ্ট করা, পাহাড় হইতে যথেচ্ছভাবে মাটি ও পাথর আহরণ করিয়া প্রাকৃতিক ভারসাম্য হীনতা সৃষ্টির কার্যক্রম বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। ওয়াটার শেড ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।	ক। স্থানীয় সরকার বিভাগ খ। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় গ। সেচ,পানি উন্নয়ন ও বন্যানিয়ন্ত্রন মন্ত্রণালয় ঘ। ভূমি মন্ত্রণালয়
৬.৫	পরিকল্পিত ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে যথাযথ ভূমি ব্যবহার আইন প্রণয়ণ ও কার্যকরভাবে উহার সুষ্ঠু প্রয়োগ করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গ। কৃষি মন্ত্রণালয় ঘ। শিল্প মন্ত্রণালয় ঙ। স্থানীয় সরকার বিভাগ চ। পূর্ত মন্ত্রণালয়
৬.৬	যাহাদের নিকট হইতে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় অথবা যাহারা ভূমি ক্ষয় ও অবনয়নে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহাদের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।	ক। ভূমি মন্ত্রণালয় খ। জেলা প্রশাসন গ। সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৬.৭	দেশের উত্তরাঞ্চলে মরুময়তার বিস্তার, ভূমি পুনঃরুদ্ধার, ভূমি ক্ষয়রোধ, ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, উপকূল অঞ্চলের ভূমি	ক। সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় খ। কৃষি মন্ত্রণালয়

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ওয়াটার শেড এলাকার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং/ জরীপ ও গবেষণা কাজের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।	গ। ঘ। ঙ। চ। ছ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ভূমি মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সার্ভে অব বাংলাদেশ স্পারসো
৭।	**বন, বন্যপ্রাণী ও জৈব বৈচিত্র ঃ**		
৭.১	বর্তমান বনসম্পদ সংরক্ষণ, বননিধন প্রতিরোধ ও ব্যাপকভাবে নতুন বনায়ন করিতে হইবে।	ক। খ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর
৭.২	সরকারী বনভূমি হিসাবে চিহ্নিত এলাকা বৃক্ষাচ্ছাদিত করার কাজ ত্বরান্বিত করিতে হইবে।	ক।	বন অধিদপ্তর
৭.৩	সামাজিক ও পল্লী বনায়ন কর্মসূচীর ব্যাপক বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার বৃক্ষ ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
৭.৪	ভূমির বহুবিধ ব্যবহার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হিসাবে কৃষি-বন (Agro-Forestry) পদ্ধতিকে উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর
৭.৫	দেশে বনজ সম্পদ ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিকল্প কাঁচামালের উৎস সন্ধানসহ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের বিষয়ে নিজস্ব প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বন শিল্প সংস্থা বন গবেষণা ইনস্টিটিউট বি সি এস আই আর
৭.৬	সকল বিভাগীয় উন্নয়ন প্রকল্পে বনায়ন কর্মসূচী অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্তের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিকল্পনা কমিশন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
৭.৭	উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ের সকল বনায়ন কর্মসূচীতে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ বন অধিদপ্তর

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭.৮	বন্যপ্রাণী, জলাভূমি, পশুপাখি সংরক্ষণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করতঃ বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতিসমূহের সংরক্ষণের বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর
৭.৯	বন্য পশুপাখি শিকার এবং বন্যপ্রাণী ও চামড়া রপ্তানীর উপর বর্তমান নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখিয়া বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ তথা অভয়ারণ্য সৃষ্টিকে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।	ক। খ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর
৭.১০	জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপনসহ দেশের বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি নিরূপনের জন্য সমীক্ষা পরিচালনা করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর পরিবেশ অধিদপ্তর
৭.১১	কাঠের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী, জ্বালানী ইত্যাদির ব্যবহার বা কাঠ আমদানী উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ
৭.১২	বন-উজাড়, বন-সম্প্রসারণ ও বনায়নের পরিস্থিতি নিরূপণের জন্য নিয়মিত সমীক্ষা পরিচালনা ও গবেষণা করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর স্পারসো

৮। মৎস্য ও পশু সম্পদ ঃ

৮.১	হাওর, বাওর, বিল প্রভৃতি জলাভূমি সংস্কার করতঃ এইগুলিকে মৎস্য চাষের জন্য জাতীয় সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে হইবে। এই জলাভূমির আয়তন সংকুচিত করা যাইবে না।	ক। খ। গ।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় হাওর উন্নয়ন বোর্ড মৎস্য অধিদপ্তর

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৮.২	দেশের সকল দীঘি ও পুকুরে মৎস্য চাষ উৎসাহিত করিতে হইবে এবং দেশের পুকুর, খাল, বিল, দীঘি ইত্যাদি জলাভূমিকে প্রত্যেক বৎসর সেচিয়া মৎস্য সম্পদ সমূলে ধ্বংস করার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করিতে হইবে। সমুদ্রের পোনা, চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য সম্পদের ব্যাপারে অনুরূপ পরিবেশ সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য অধিদপ্তর উপজেলা প্রশাসন
৮.৩	চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি ও চিংড়ি সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। চিংড়ি চাষের জন্য সরকার উপকূলী এলাকা চিহ্নিত করিয়া দিবেন।	ক। খ। গ। ঘ।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর মৎস্য অধিদপ্তর
৮.৪	মৎস্য রোগ ও মহামারী প্রতিরোধ কল্পে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও কার্যক্রম জোরদার করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
৮.৫	যত্রতত্র পশু জবেহ রোধ করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় আধুনিক কসাই খানা স্থাপন করিতে হইবে। গবাদি পশু ও পাখীর মৃতদেহ মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলা ও কসাইখানাসমূহের বর্জ্য পরিবেশ সম্মতভাবে অপসারণ করিবার বিষয়ে গণ-সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ পরিবেশ অধিদপ্তর পৌর প্রশাসনসমূহ তথ্য মন্ত্রণালয়
৮.৬	গ্রামাঞ্চলে বর্তমান গোচারণ ভূমি রক্ষা এবং প্রতি গ্রামে ন্যূনতম পরিমাণ এলাকা চারণভূমি হিসাবে সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করার বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনা করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	ভূমি মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় উপজেলা প্রশাসন
৮.৭	হাওড়, বাওর, বিল, দীঘি ইত্যাদি জলাভূমির অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত মনিটরিং ও গবেষণা করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় স্পারসো সার্ভে অব বাংলাদেশ

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৯।	**খাদ্য ঃ**		
৯.১	খাদ্যে ভেজাল মিশানোকে একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া বর্তমান আইন সংশোধন পূর্বক এইরূপ কার্যকলাপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	খাদ্য মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯.২	খাদ্য সংরক্ষণে কৃত্রিম বালাইনাশকের পরিবর্তে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহারকে উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯.৩	বিদেশ হইতে শিশুখাদ্যসহ সকল প্রকার খাদ্য আমদানীর সময় খাদ্যের গুণগত মান, তেজস্ক্রিয়তা ও পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নিরুপণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৯.৪	কৃষি জমির কৃষি বহির্ভূত ব্যবহার এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী জমি অন্য কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।	ক।	কৃষি মন্ত্রণালয়
৯.৫	ফলমূল, সব্জি ও ডাল ইত্যাদিকে পোকা ও ইদুঁরের হাত হইতে মুক্ত রাখার জন্য বিষযুক্ত ঔষধ ব্যবহার কঠোরভাবে দমন করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়
১০।	**উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ ঃ**		
১০.১	উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর পরিবেশ অধিদপ্তর বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট
১০.২	উপকূলীয় এলাকায় নুতন জাগিয়া উঠা ভূমি সংরক্ষণ ও স্থিতিশীল করিবার লক্ষ্যে বনায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।	ক। খ।	ভূমি মন্ত্রণালয় বন অধিদপ্তর

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০.৩	দেশের সমুদ্রসীমার (Territorial Water) দূষণ রোধকল্পে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর এই কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করিবে।	ক। খ। গ। ঘ।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১০.৪	সামুদ্রিক জলভাগে কোন নৌ-দুর্ঘটনার কারণে দূষণ রোধকল্পে স্থানীয় ও জাতীয় জরুরী কর্মসূচী (Local and National Contingency) ও অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে কার্যক্রম সমন্বয় করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১০.৫	চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জাহাজে জমাকৃত আবর্জনা স্থানান্তর এবং জাহাজ হইতে বর্জ্য তৈল ও তৈলজাতীয় সামগ্রী পরিবেশ সম্মতভাবে অপসারণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১০.৬	সমুদ্রে বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপের পূর্বে উহার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান নিরূপণ এবং পরিবেশে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ এবং অনুমতি প্রদানের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন করিতে হইবে।	ক। খ।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় পরিবেশ অধিদপ্তর
১০.৭	উপকূলীয় অঞ্চলে সকল প্রকার সম্পদের নিরাপত্তা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে জরুরী ভিত্তিতে একটি সমন্বিত 'কোষ্ট গার্ড' ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।	ক।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১০.৮	দেশের সমুদ্র সীমার দূষণ রোধ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ, উপকূলীয় এলাকায় নতুন জাগিয়া উঠা ভূমির পর্যবেক্ষণ, সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় এলাকার সকল প্রকার সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ। ঙ। চ।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় নৌ-অধিদপ্তর বন অধিদপ্তর স্পারসো

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১১।	**যোগাযোগ ও পরিবহন ঃ**	
১১.১	দেশে স্থল পথ ব্যবস্থা যাহাতে সার্বিকভাবে পরিবেশ সম্মত হয় এবং সড়ক ও রেলপথ ব্যবস্থা যাহাতে পানি নিস্কাশন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে সেই উদ্দেশ্যে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় খ। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর গ। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ
১১.২	রেল ও সড়ক পথে চলাচলকারী জনগণ ও যানবাহন যাহাতে গণ স্বাস্থ্যের প্রতি ক্ষতিকারক বর্জ্য ও আবর্জনা নিক্ষেপ এবং মলমূত্র ত্যাগ করিয়া পরিবেশ দূষণ না করে সেই জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় খ। বি আর টি এ
১১.৩	সড়ক, রেল ও জল পথে চলাচলকারী সকল যানবাহন হইতে নির্গত ধোঁয়া ও শব্দ নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এবং সকল যানবাহনের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল যানবাহন তৈরীর দেশীয় কারখানাগুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে এবং নির্দেশ প্রতিপালন বিষয়ে উপযুক্ত পরিদর্শন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।	ক। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় খ। পুলিশ প্রশাসন গ। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ঘ। বি আর টি এ ঙ। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়
১১.৪	অভ্যন্তরীণ নৌ পথে চলাচলকারী নৌযান যাহাতে পানি দূষণ করিতে না পারে সেই দিকে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় খ। আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থা গ। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
১১.৫	অভ্যন্তরীণ নৌ বন্দর ও ডকইয়ার্ডে পানির দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে।	ক। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
১১.৬	বিমান বন্দর নির্মাণের ফলে যাহাতে সার্বিক কোনরূপ পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় খ। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১১.৭	উড়োজাহাজ চলাচলের ফলে বায়ু ও শব্দ দুষণের প্রকোপ হ্রাসে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।	ক।	বেসামরিক বিমান ও পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
		খ।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
১১.৮	রেলপথ সহ যে সকল পরিবহন ও চলাচল ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম দুষণ সৃষ্টি করে সেগুলির ব্যবহার উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
১১.৯	রাস্তা ও রেলপথের দুইপাশে বনায়ন করিতে হইবে।	ক।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমুহ
		খ।	বন অধিদপ্তর

১২। গৃহ ও নগরায়ন ঃ

১২.১	গৃহায়ন ও নগরায়নের জন্য প্রস্তাবিত সকল জাতীয় আঞ্চলিক প্রকল্প ও মাষ্টার প্লান প্রণয়নের পুর্বে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) করিতে হইবে ।	ক।	পুর্ত মন্ত্রণালয়
		খ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
		গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
		ঘ।	পরিবেশ অধিদপ্তর
১২.২	শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের জন্য, পরিকল্পিত পুনর্বাসন ব্যবস্থায় পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থাদি অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।	ক।	পুর্ত মন্ত্রণালয়
		খ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
		গ।	নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর
১২.৩	দেশের প্রধান ও বৃহৎ শহর গুলিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস এবং পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপশহর নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	পুর্ত মন্ত্রণালয়
		খ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ
		গ।	গৃহসংস্থান পরিদপ্তর
১২.৪	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা প্রভৃতি প্রধান নগরগুলিতে পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিড় বনায়ন ও অন্যান্য উন্নয়নমুলক কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক।	পুর্ত মন্ত্রণালয়
		খ।	নগর উন্নয়ন পরিদপ্তর
		গ।	ব্রন অধিদপ্তর
		ঘ।	পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ
১২.৫	দেশের প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ নগরগুলিতে নিবিড় ও সমন্বিত পরিবেশ উন্নয়নমুলক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	নগর উন্নয়ন সংস্থা সমুহ
		খ।	নৌ-কর্তৃপক্ষসমূহ
		গ।	পুর্ত মন্ত্রণালয়

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১২.৬	আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা পৃথকীকরণের জন্য (Zoning) পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় খ। পূর্ত মন্ত্রণালয় গ। নগর উন্নয়ন সংস্থাসমূহ ঘ। বস্ত্র মন্ত্রণালয় ঙ। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড
১২.৭	গৃহ ও নগরায়নের বিভিন্ন কর্মসূচীতে নিয়মিত মনিটরিং ও জরীপ কার্যের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।	ক। পূর্ত মন্ত্রণালয় খ। স্থানীয় সরকার বিভাগ গ। নগর উন্নয়ন সংস্থা সমূহ ঘ। পৌর কর্তৃপক্ষসমূহ ঙ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চ। স্পারসো

১৩। জনসংখ্যা ঃ

১৩.১	দেশের বর্তমান জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এবং ২০০০ সন পর্যন্ত জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি দেশের সম্পদ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং পরিবেশের উপর কি সুনির্দিষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করিবে সে সম্পর্কে একটি সমীক্ষা প্রণয়ন করিতে হইবে। সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় খ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৩.২	দেশের জনশক্তির সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও পরিবেশ সম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি জনশক্তি পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে।	ক। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
১৩.৩	বিভিন্ন সেক্টরে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে মহিলাদের ভূমিকার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।	ক। পরিকল্পনা কমিশন খ। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গ। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৩.৪	জনসংখ্যাকে দেশের প্রধানতম সমস্যা চিহ্নিত করিয়া এর নিয়ন্ত্রণ এবং যথাসম্ভব দ্রুত এ সংখ্যা স্থিতিশীল করিবার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও তাহা বাস্তবায়ন করিতে হইবে।	ক। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৩.৫	দেশের দরিদ্র অংশ যেহেতু পরিবেশ অবক্ষয়ের প্রধান ও ত্বরিৎ শিকার হয়, তাই স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবেশ অবনয়নজনিত সমস্যা হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

১৪। শিক্ষা ও গণ-সচেতনতা ঃ

১৪.১	পরিবেশ সংক্রান্ত গণ-সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ৫ বৎসর মেয়াদী সমন্বিত প্রকল্প প্রণয়ন করিতে হইবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এই প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবায়িত হইবে। তথ্য, শিক্ষা প্রভৃতি মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়
১৪.২	শিক্ষা ও প্রশিক্ষনের সকল পর্যায়ে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়াদি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।	ক।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৪.৩	গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগে মসজিদের ইমাম এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকবৃন্দসহ সকল প্রকার ধর্মীয় এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করিতে হইবে।	ক। খ। গ। ঘ।	ধর্ম মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সমাজকল্যান মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১৫। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণা ঃ

১৫.১	পরিবেশসম্মত ও টেকসই প্রযুক্তিকে লক্ষ্যে রাখিয়া পরিবেশ দুষণ তদারক ও নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে।	ক। খ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ
১৫.২	বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং সম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম ও উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনমূলক কার্যক্রম জোরদার ও উৎসাহিত করিতে হইবে।	ক। খ।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১৫.৩	১৯৮৬ সালের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিতে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য জাতীয়ভাবে অগ্রাধিকার হিসাবে চিহ্নিত সকল ক্ষেত্রে পরিবেশ গত বিবেচনা একটি অপরিহার্য অংশ হিসাবে সংযোজন করিতে হইবে।	ক। খ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
১৫.৪	দেশের সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান তাহাদের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহের পরিবেশগত দিক বিশেষভাবে বিবেচনা করিবে এবং তদনুযায়ী সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

১৬। আইনগত কাঠামো ঃ

১৬.১	পরিবেশ সম্পর্কিত বর্তমান আইনসমূহ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৬.২	এই আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র সমূহ চিহ্নিত করিয়া সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৬.৩	এখন হইতে নতুন যে কোন আইন প্রণয়নের সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ঐ আইন পরিবেশ সম্মত হওয়া নিশ্চিত করিবেন।	ক।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ

১৭। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ

১৭.১	উপরিল্লিখিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে নিজ নিজ আওতাধীন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশ সম্মতভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	ক।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৭.২	পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাদি বাস্তবায়নে বেসরকারী সেক্টর ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রত্যক্ষ	ক।	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

DOWNLOADED FROM Poribesh.com

	খাত		বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
	অংশগ্রহণ উৎসাহিত ও নিশ্চিত করিতে হইবে।		
১৭.৩	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয় সমন্বয় করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৭.৪	সরকার প্রধানের সভাপতিত্বে এই কার্যক্রম বাস্তাবায়নে দিক নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় পরিবেশ কমিটি গঠিত হইবে। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ এই কমিটির সদস্য হইবেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব এই কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন এই কমিটির সভা বৎসরে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হইবে।	ক। খ। গ।	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৭.৫	দেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্পে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপনের ব্যবস্থা করিবার প্রেক্ষিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কারিগরী সামর্থ্য ও লোকবল বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে। প্রকল্প সারপত্র ও প্রকল্প দলিলে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।	ক। খ। গ।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়
১৭.৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর দেশে পরিবেশ অবস্থার উপর একটি অবস্থানপত্র (Status Paper) প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৭.৭	ভবিষ্যতে যথাসময়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ নীতি পরিবর্তন ও পুনঃ প্রণয়নের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং পরিবেশ সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিবে।	ক।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

DOWNLOADED FROM Poribesh.com